

বিএনএফ বার্তা

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ত্রৈমাসিক মুখপত্র

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়-এর আওতাধীন একটি স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান



বিএনএফ এর চেয়ারম্যান হিসেবে জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী এর যোগদান



জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী ৯ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনে চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

জনাব চৌধুরী ১৯৭৭ সনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে সরকারি চাকুরিতে যোগদান করেন। সরকারি চাকুরিতে সর্বশেষ বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে তিনি সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। এর অব্যবহিত পূর্বে তিনি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে একই পদে কর্মরত ছিলেন। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের প্রশাসন ক্যাডারে মাঠ পর্যায়ে সর্বোচ্চ পদ তথা বিভাগীয় কমিশনারসহ জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন।

সরকারি চাকুরিতে অবসরের পর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং কতিপয় সংস্থায় কনসালটেন্ট ও উপদেষ্টা হিসেবে তিনি নিজে নিয়োজিত রেখেছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে অনার্সসহ মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের কতিপয় প্রতিষ্ঠানেও তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এ ছাড়াও তিনি বিভিন্ন দেশে কর্মশালা ও রাষ্ট্রীয় দ্বি-পাক্ষিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

জনাব চৌধুরী ঢাকাস্থ অফিসার্স ক্লাব, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, এসোসিয়েশন অব বিমান রিটার্ড অফিসার্স, বনানী গ্রীন সোসাইটি, বাংলাদেশ এডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশন, কাতার এয়ারওয়েজ প্রিভিলেজ ক্লাব এর সদস্য।

বিএনএফ এর ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা



১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিতি (একাংশ)

২৮ ডিসেম্বর ২০২৪ শনিবার সন্ধ্যা ৬:০০মি. বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর চেয়ারম্যান জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে ব্র্যাক সেন্টার ইন এ ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াতের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু করা হয়। চেয়ারম্যান উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন। বার্ষিক সাধারণ সভায় নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

- (১) বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন আংশিক সংশোধন সাপেক্ষে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
- (২) ২০২৩-২৪ অর্থবছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
- (৩) ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৮৬,৭৮,৬৫,৩০১/- (ছিয়াশি কোটি আটাত্তর লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার তিনশত এক) টাকার সংশোধিত বাজেট এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ৯৪,২৫,৮০,০০০/- (চুরাইব্বই কোটি পঁচিশ লক্ষ আশি হাজার) টাকার প্রস্তাবিত বাজেট সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।
- (৪) 'MAHFEL HUQ & CO.'কে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর ২০২৪-২৫ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উপদেষ্টা

ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

মুখ্য সম্পাদক

ড. জিলুর রহমান এনডিসি
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

সম্পাদকমণ্ডলী

মোঃ শাহরীয়া পারভেজ
উপমহাব্যবস্থাপক
মোস্তাফা কামাল ভূঞা
উপমহাব্যবস্থাপক

নির্বাহী সম্পাদক

এ, এস, এম, তরিকুল ইসলাম
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

গ্রাফিক্স

মোঃ সাঈদুল আলম
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

মোঃ লিয়াকত মোস্তফা
প্রোগ্রামার

২০তম বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস পালন



বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব জনাব নাজমা মোবারেক



বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবসে বক্তব্য প্রদান করছেন বিএনএফ এর তৎকালীন চেয়ারম্যান জনাব মোঃ রেজাউল আহসান



বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবসে উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করছেন বিএনএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি

২ ডিসেম্বর ২০২৪ পালিত হলো ২০তম ‘বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন’ দিবস। এ দিন বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ), ঢাকা অফিসে এবং সহযোগী সংস্থাসমূহ সমগ্র দেশে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে এ দিবস পালন করে। জনাব নাজমা মোবারেক, সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় প্রধান অতিথি হিসেবে এবং বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর তৎকালীন চেয়ারম্যান জনাব মোঃ রেজাউল আহসান সভাপতি হিসেবে উপস্থিত থেকে র্যালিতে অংশগ্রহণ করেন এবং বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবসের শুভ উদ্বোধন করেন।



বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস উপলক্ষ্যে কেক কাটছেন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব জনাব নাজমা মোবারেক

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস পালন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা শেষে কেক কাটা হয় এবং পারফরমেন্স ক্যাটাগরিতে ৪টি, উদ্ভাবনী/বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন বিষয়ক ক্যাটাগরিতে ৩টি এবং নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক ক্যাটাগরিতে ৩টি সহযোগী সংস্থাকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সদস্য, সাবেক এনবিআর এর চেয়ারম্যান ও সাবেক সচিব ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, পরিচালনা পরিষদের সদস্য ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস, বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমির পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) জনাব মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, যুগ্মসচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দ, বিএনএফ এর কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ ও সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ।

পারফরমেন্স ক্যাটাগরি :

	পুরস্কার প্রাপ্ত সহযোগী সংস্থা
১	মমতা পল্লী উন্নয়ন সংস্থা, দিনাজপুর
২	রোভা ফাউন্ডেশন, মাগুরা
৩	সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন (এসডব্লিউও), ভোলা
৪	কাকন বহুমুখী উন্নয়ন সংস্থা (কাবিউস), রাজশাহী

উদ্ভাবনী/বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন বিষয়ক ক্যাটাগরি :

	পুরস্কার প্রাপ্ত সহযোগী সংস্থা
১	মিতু সেতু এডুকেশন এন্ড চ্যারিটেবল সোসাইটি, বালকাঠি
২	বিকরগাছা ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (জেডিও), যশোর
৩	সমকাল সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, রংপুর

নির্বাহী প্রধান নারী ও নারীর ক্ষমতায়ন ক্যাটাগরি :

	পুরস্কার প্রাপ্ত সহযোগী সংস্থা
১	উইমেন্স এডুকেশন ফর এডভান্সমেন্ট এন্ড এমপাওয়ারমেন্ট (উইভ), রাঙ্গামাটি
২	সমতা নারী উন্নয়ন সংস্থা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
৩	সমন্বিত প্রমিলা মুক্তি প্রচেষ্টা, রাজবাড়ী



বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবসে সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানের হাতে পুরস্কার হিসেবে ট্রেস্ট প্রদান করা হচ্ছে।



ভালো কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবসে পুরস্কার প্রাপ্ত সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে বিএনএফ এর উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ

মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শনে বিএনএফ এর চেয়ারম্যান



ইপসা কর্তৃক বাস্তবায়িত সীতাকুণ্ড উপজেলায় ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র পরিবার বিএনএফ এর অনুদানে সহায়তা পাওয়া ব্যক্তিবর্গের সাথে উঠান বৈঠকে তৎকালীন চেয়ারম্যান

সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র পরিবারের মাঝে বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসনের জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অর্থায়নে 'ইপসা' কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় ১২ অক্টোবর ২০২৪ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর তৎকালীন চেয়ারম্যান জনাব মোঃ রেজাউল আহসান প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সভা শেষে তিনি সীতাকুণ্ড উপজেলার গুলিয়াখালী গ্রামে সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র পরিবারের সদস্যসহ বিএনএফ এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত বিভিন্ন কর্মসূচির

উপকারভোগীগণের সাথে উঠান বৈঠক করেন। এ বৈঠকে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ক্ষয়ক্ষতির ধরণ, পরিমাণ ও বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসন প্রক্রিয়া বিষয়ে এবং বিএনএফ এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত অন্যান্য কর্মসূচির বিষয়ে মতবিনিময় করেন।



ফেনী জেলার সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভায় তৎকালীন চেয়ারম্যান জনাব মোঃ রেজাউল আহসান

তিনি ১৩ অক্টোবর সীতাকুণ্ডের কুমিরা ইউনিয়নে বিএনএফ এর অর্থায়নে বিভিন্ন বাস্তবায়িত কর্মসূচি পরিদর্শন করেন। পরে তিনি ফেনী জেলার সহযোগী সংস্থা 'গ্রামীণ প্রোগ্রেস' এর কার্যালয়ে জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থাসমূহের নির্বাহী প্রধান ও কর্মকর্তাগণের সাথে সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র পরিবারগুলোকে বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসনের লক্ষ্যে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

তিনি এ দিন মোটরী ইউনিয়নের লক্ষরহাটে বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র পরিবারের মাঝে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অর্থায়নে ঘর মেরামতের জন্য টিনসহ বিভিন্ন উপকরণ, ভ্যান প্রদান, টয়লেট নির্মাণ সামগ্রী, নলকূপ স্থাপন সামগ্রী, গরু ও ছাগল বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।



তৎকালীন চেয়ারম্যান কর্তৃক পটুয়াখালী সার্কিট হাউসের কনফারেন্স রুমে জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভা

১৩ নভেম্বর তৎকালীন চেয়ারম্যান পটুয়াখালী সার্কিট হাউসের কনফারেন্স রুমে জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক জনাব আবু হাসনাত মোহাম্মদ আরেফীন। মতবিনিময় সভা শেষে তিনি বিএনএফ এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন।



পটুয়াখালী জেলার দুমকি উপজেলার সহযোগী সংস্থা পল্লী সেবা সংঘ কর্তৃক বাস্তবায়িত গাভি পালন কর্মসূচি পরিদর্শনে বিএনএফ এর তৎকালীন চেয়ারম্যান জনাব মোঃ রেজাউল আহসান

চেয়ারম্যান ১৪ নভেম্বর দুমকি উপজেলার সহযোগী সংস্থা ‘পল্লী সেবা সংঘ’ কর্তৃক বিএনএফ এর অনুদানে গাভি পালন কর্মসূচি পরিদর্শন করেন। জনাব মোঃ রেজাউল আহসান এ দিন ভোলা সার্কিট হাউসের কনফারেন্স রুমে জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ আজাদ জাহান।

তৎকালীন চেয়ারম্যান ১৫ নভেম্বর ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার সহযোগী সংস্থা ‘সোস্যাল ইউনিটি ফর নেইবারহুড (সান)’ কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন। তিনি চরফ্যাশন উপজেলার সহযোগী সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প এলাকাও পরিদর্শন করেন এবং ‘সেভ দি পিপল’ কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করেন।

তিনি ১৬ নভেম্বর মনপুরা উপজেলায় বিএনএফ এর অনুদানে সহযোগী সংস্থা ‘দিশারী সমাজ উন্নয়ন সংস্থা’ কর্তৃক বাস্তবায়িত সেমিপাকা টয়লেট পরিদর্শন করেন।



কুড়িগ্রাম জেলার জেলা প্রশাসক জনাব নুসরাত সুলতানার সভাপতিত্বে সার্কিট হাউসের জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় জনাব মোঃ রেজাউল আহসান

কুড়িগ্রাম জেলার জেলা প্রশাসক জনাব নুসরাত সুলতানার সভাপতিত্বে ২১ নভেম্বর কুড়িগ্রাম সার্কিট হাউসের জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জনাব মোঃ রেজাউল আহসান জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।



কুড়িগ্রাম জেলার সলিডারিটি কর্তৃক বাস্তবায়িত কর্মসূচি বিষয়ে প্রেজেন্টেশন অনুষ্ঠানে জনাব মোঃ রেজাউল আহসান

পরে তিনি বিএনএফ এর সহযোগী সংস্থা ‘সলিডারিটি’ এর কনফারেন্স রুমে সংস্থাটি কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন কর্মসূচি বিষয়ে প্রেজেন্টেশন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এ অনুষ্ঠানে জেলা সমবায় কর্মকর্তা জনাব মোঃ আতিকুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।



ফুলবাড়ী উপজেলার বিলুপ্ত ছিটমহল দাসেরছড়ায় সলিডারিটি কর্তৃক উপকারভোগীগণের মাঝে ভেড়ি ও ভেড়া বিতরণ অনুষ্ঠানে তৎকালীন চেয়ারম্যান

তিনি ফুলবাড়ী উপজেলার বিলুপ্ত ছিটমহল দাসেরছড়ায় সলিডারিটি কর্তৃক উপকারভোগীগণের মাঝে ভেড়ি ও ভেড়া বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সংস্থাটি বিএনএফ এর অনুদানে ১৫টি পরিবারের মধ্যে ৫৭টি ভেড়ি ও ভেড়া বিতরণ করেন।

জনাব মোঃ রেজাউল আহসান ২২ নভেম্বর রংপুর জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থাসমূহের নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন এবং বিএনএফ এর অনুদানে সহযোগী সংস্থা ইনসাফ, রেসকিউ, দুঃস্থ উন্নয়ন সংস্থা এবং বৈরাভী সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত কর্মসূচি পরিদর্শন করেন।

তৎকালীন চেয়ারম্যান ২৯ নভেম্বর জয়পুরহাট সার্কিট হাউসের কনফারেন্স রুমে জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থাসমূহের নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।



জয়পুরহাট সার্কিট হাউসের কনফারেন্স রুমে জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থাসমূহের নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় তৎকালীন চেয়ারম্যান জনাব মোঃ রেজাউল আহসান

এ দিন তিনি পাহাড়পুর প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরের কনফারেন্স রুমে নগুণা জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থাসমূহের নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শনে বিএনএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক



পিরোজপুর জেলার সহযোগী সংস্থা এরিক কর্তৃক বাস্তবায়িত গাভি পালন কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শনে ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ

পিরোজপুর জেলার সহযোগী সংস্থা 'এসোসিয়েশন অব রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (এরিক)' বিএনএফ এর অনুদানে ১৭ জন উপকারভোগীর প্রত্যেককে ২টি করে মা ছাগল এবং ৬ জন উপকারভোগীর প্রত্যেককে ১টি করে ৬টি গরু বিতরণ করে। ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি ১১ অক্টোবর ২০২৪ বিতরণকৃত ছাগল ও গরু সরেজমিন পরিদর্শন করেন।

১২ অক্টোবর ঝালকাঠি জেলার সহযোগী সংস্থা 'মিতু সেতু এডুকেশন এন্ড চ্যারিট্যাবল সোসাইটি' অফিসে ঝালকাঠি জেলার সহযোগী সংস্থাসমূহের নির্বাহী পরিচালকগণের সাথে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময় শেষে মিতু সেতু এডুকেশন এন্ড চ্যারিট্যাবল সোসাইটি কর্তৃক বাস্তবায়িত ছাগল ও গাভি পালন কর্মসূচি সরেজমিন পরিদর্শন করেন।



ঝালকাঠি জেলার সহযোগী সংস্থা মিতু সেতু এডুকেশন এন্ড চ্যারিট্যাবল সোসাইটি কর্তৃক বাস্তবায়িত ছাগল পালন কর্মসূচি সরেজমিন পরিদর্শনে ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ



মাগুরা জেলার সহযোগী সংস্থা পল্লী প্রকৃতি কর্তৃক বাস্তবায়িত ছাগল পালন কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শনে ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি ৩১ অক্টোবর ২০২৪ মাগুরা জেলার সহযোগী সংস্থা 'পল্লী প্রকৃতি' কর্তৃক বিএনএফ এর অনুদানে বাস্তবায়িত কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন এবং জনবান্ধব আর কী কী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করেন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন।

পল্লী প্রকৃতি ১৫ জন দরিদ্র মহিলার প্রত্যেককে বিনামূল্যে ২টি করে ছাগল প্রদান করে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ১ নভেম্বর ছাগল পালন কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করেন।



বিএনএফ এর অনুদানে চুয়াডাঙ্গা জেলার সহযোগী সংস্থা রিসো কর্তৃক বিতরণকৃত নিরাপদ খাবার ভ্যান

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ২ নভেম্বর চুয়াডাঙ্গা জেলার সহযোগী সংস্থা ‘রিসো’ কর্তৃক বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অর্থায়নে চলমান কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন। রিসো বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে পাওয়া ৩ লক্ষ টাকা অনুদানে ‘স্বাস্থ্যসম্মতভাবে খাবার বিক্রির জন্য ৮ জন নারী ফেরিওয়ালাকে ৮টি নিরাপদ খাবার ভ্যান বিতরণ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ১২ ডিসেম্বর ২০২৪ মাগুরা জেলার ‘রোভা ফাউন্ডেশন’ নামক সহযোগী সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত নিয়মিত অনুদান, বিশেষ অনুদান, প্রণোদনার ঋণ বিতরণ, উপকারভোগীগণের সার্বিক অবস্থা এবং ঋণ আদায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।



ঝিনাইদহ সদর উপজেলার জাগো নামক সহযোগী সংস্থা কর্তৃক দুস্থ নারীর মাঝে বিনামূল্যে বকনা বাছুর বিতরণ করছেন বিএনএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

তিনি ১৩ ডিসেম্বর ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ‘মৌখ অগ্রসরমান সৃজক সংস্থা (জাগো)’ নামক সহযোগী সংস্থা বিএনএফ এর অনুদানে অসহায় ও দুস্থ নারীর মাঝে বিনামূল্যে বকনা বাছুর বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। পরানপুর গ্রামের ৫ জন নারীকে ৫টি বকনা বাছুর প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে ১০নং হরিশংকরপুর ইউনিয়নের ইউপি সদস্য জনাব মোঃ আব্দুল বারী, ১০নং হরিশংকরপুর ইউনিয়নের নারী ইউপি সদস্য জনাব মোছাঃ সালমা খাতুন, জাগোর নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ সাজ্জাদুল শরীফ ও এলাকার সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহ জেলার ‘মুক্তির সংগ্রাম’ নামক সহযোগী সংস্থা বিএনএফ এর অনুদানে ১৯ জন অসহায় ও দুস্থ নারীকে ৩ মাসব্যাপী সেলাই প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রত্যেককে একটি করে সেলাই মেশিন প্রদান করে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ১৪ ডিসেম্বর ১৯ জন উপকারভোগীর বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শনে বিএনএফ এর পরিচালনা পরিষদের সদস্য ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর পরিচালনা পরিষদের সদস্য ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস ১০ নভেম্বর ২০২৪ মিরসরাই উপজেলায় বিএনএফ এর অর্থায়নে সহযোগী সংস্থা পার্ক, উপকূল সমাজ উন্নয়ন সংস্থা ও সমতা মহিলা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক ৭৬ জন উপকারভোগীর মধ্যে উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ



বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত উপকারভোগীগণের মধ্যে বিএনএফ এর অনুদানে টিন বিতরণ করছেন ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস, সদস্য, পরিচালনা পরিষদ, বিএনএফ।



বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত উপকারভোগীগণের মধ্যে বিএনএফ এর অনুদানে ছাগল বিতরণ করছেন ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস, সদস্য, পরিচালনা পরিষদ, বিএনএফ।

করেন। উল্লেখ্য, অত্র এলাকায় বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রম নির্বাহের লক্ষ্যে বিএনএফ প্রতিটি সংস্থার অনুকূলে ৪ লক্ষ টাকা করে মোট ১২ লক্ষ টাকা প্রদান করে। তিনি উপকারভোগীগণের মধ্যে ছাগল, মোরগ-মুরগি ও সিংগাড়া, সামুচা, পুরি, ইত্যাদি তৈরির উপকরণ আলু, ডাল, বেসন, পিয়াজ ইত্যাদি এবং ঘর নির্মাণের জন্য টিন বিতরণ করেন। উপকরণ বিতরণ শেষে তিনি ‘ইপসা’ কর্তৃক বাস্তবায়িত সেলাই মেশিন প্রদান ও ছাগল প্রদান কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।



ইপসা এর কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীগণের সাথে মতবিনিময় করছেন ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস, সদস্য, পরিচালনা পরিষদ, বিএনএফ।

তিনি ১১ নভেম্বর সীতাকুণ্ড 'ইপসা' এর আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উদ্বর্তন কর্মকর্তাগণের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও অনানুষ্ঠানিক মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। পরে তিনি সীতাকুণ্ড ইপসা আঞ্চলিক কার্যালয়ে বিএনএফ অর্থায়নে গৃহীত কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট ইপসা'র পরিচালক, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, ব্যবস্থাপক ও মাঠকর্মীগণের সমন্বয়ে একটি সভায় অংশগ্রহণ করেন।

পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা কর্তৃক কার্যক্রম পরিদর্শন



জয়পুরহাট জেলার বিএনএফ এর সহযোগী সংস্থা আউশগাড়া উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত গাভি পালন কর্মসূচি পরিবীক্ষণ করছেন বিএনএফ এর পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা জনাব সামস উদ্দিন মোঃ রফি।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা জনাব সামস উদ্দিন মোঃ রফি জয়পুরহাট জেলায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর সহযোগী সংস্থা 'আউশগাড়া উন্নয়ন সংস্থা' পরিবীক্ষণ করেন। আউশগাড়া উন্নয়ন সংস্থা ২০০৭ সালে প্রথম বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অনুদানে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। সংস্থাটি ধারাবাহিকভাবে গাভি পালনের জন্য অনুদান পায়। পরিবীক্ষণকালে তিনি দেখতে ও জানতে পারেন যে, সংস্থাটি গাভি পালন কর্মসূচির আওতায় ৪ জন অতিদরিদ্র পুরুষ ও ৩ জন অতিদরিদ্র মহিলার প্রত্যেককে বিনামূল্যে একটি করে উন্নত জাতের বকনা গরু প্রদান করে।

উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মোঃ জিয়াউর রহমান গাভি বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে গরুর চিকিৎসা নিশ্চিত করা হয়েছে। উপকারভোগীগণ গাভিগুলোকে নিজের সন্তানের মত করে পালন করছেন। পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা প্রত্যেকের বাড়িতে গিয়ে দেখেন যে, ৫ জনের গাভি গর্ভ ধারণ করেছে বাকী ২টি অল্প কিছুদিনের মধ্যেই গর্ভ ধারণ করবে। বর্তমানে প্রতিটি গরুর মূল্য দাঁড়িয়েছে কমপক্ষে ৬০ হাজার টাকা। এতে করে গাভিগুলো উপকারভোগীগণের নিকট সম্পদে পরিণত হয়েছে। তিনি ধারণা করছেন, গাভিগুলো বাচ্চা দেওয়ার পর প্রতিটি গাভি কমপক্ষে দিনে ৪ লিটার দুধ দিবে। যা বিক্রি করে দৈনিক আনুমানিক ২৮০ টাকা আয় করতে পারবে। দুধ বিক্রি করে তাঁদের অভাব দূর হবে এবং নিজেদের গরুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

সাফল্যগাথা

বিএনএফ হতে ছাগল পেয়ে শরীয়তপুরের শিল্পী বেগম স্বাবলম্বী

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ২০১৫ সালে শরীয়তপুর জেলার সহযোগী সংস্থা মানব কল্যাণ কেন্দ্রকে ভূমিহীন ও হতদরিদ্রদের উন্নয়নে ছাগল ও হাঁস পালনের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ২ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে। মানব কল্যাণ কেন্দ্র শরীয়তপুর জেলায় জাজিরা উপজেলার বড়কান্দি ইউনিয়নের আবদুল ব্যাপারীকান্দি ও নজুমদ্দিন ব্যাপারীকান্দির ২০টি পরিবারের মধ্যে ২০টি ছাগল এবং ২০টি পরিবারের মধ্যে ৮০টি হাঁস প্রদান করে। ছাগল ও হাঁস বিতরণের পূর্বে উপকারভোগীগণকে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।



শরীয়তপুর জেলার জাজিরা উপজেলার অন্তর্গত বড়কান্দি ইউনিয়নের আব্দুল ব্যাপারীকান্দির জনাব আঃ কুদ্দুস খাঁর স্ত্রী শিল্পী বেগম। শিল্পী বেগমের স্বামী একজন দিনমজুর। রাক্ষসী পদ্মা নদীর পাড়ে চর অঞ্চলে বসত বাড়ি ছিল তাঁদের। পদ্মা নদীর ভাঙ্গনে তাঁদের ঘর-বাড়ি বিলীন হয়ে যায়। আশ্রয় হয় অন্যের জমিতে। অন্যের জমিতে ছন ও বাঁশ দিয়ে কোনভাবে স্বামী ও সন্তানদের নিয়ে বসবাস শুরু করেন। এক পর্যায়ে শিল্পী বেগমের স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়ায় সংসারে অভাবের কারণে অন্যের দ্বারস্থ হতে হয়। ২ ছেলে ও ৩ মেয়ে নিয়ে ৭ জনের সংসার তাঁদের। এদিকে স্বামী অসুস্থ থাকায় অর্ধাহারে-অনাহারে খুবই কষ্টে চলে তাঁদের সংসার।

ঘরের অবস্থা এমন ছিল যে, সামান্য বৃষ্টি হলেই বৃষ্টির পানি ঘরের ভিতর পড়তে থাকে। ফলে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। অভাবের তাড়নায় ২ মেয়েকে নিয়ে অন্যের জমিতে মরিচ, আলু, ইত্যাদি কুড়াতে শুরু করেন শিল্পী বেগম। পাশাপাশি অন্যান্য ফসল তোলা ও মাড়াইয়ের কাজ করে যে আয় হতো তা দিয়ে কোনভাবে চলতো সংসার। অভাব অনটনকে নিত্য দিনের সঙ্গী করে তাঁদের দিনযাপন করতে হতো। শিল্পী বেগম ২ মেয়েকে অন্যের বাড়িতে কাজে লাগিয়ে দেন। একদিকে ৭ জনের সংসার অন্যদিকে অসুস্থ স্বামীর চিকিৎসা খরচ মিটাতে শিল্পী বেগম ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। শিল্পী বেগম অভাবের কারণে বড় মেয়েকে ঢাকায় অন্যের বাড়িতে কাজ করার জন্য পাঠিয়ে দেন।

বড় মেয়েরও বয়স বেড়ে যাচ্ছে। এ দিকে বসবাসের ছনের ঘরটি ও ভেঙ্গে গেলে মেরামত করতে পারেন না। এক পর্যায়ে গ্রামের লোকজন একতাবদ্ধ হয়ে গ্রাম থেকে টাকা তুলে টিনের দুইচালা বিশিষ্ট পাট খড়ির বেড়া যুক্ত একটি ঘর তুলে দেন। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অনুদানে ছাগল ও হাঁস পালনের মাধ্যমে আয়-বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের পূর্বে ‘মানব কল্যাণ কেন্দ্র’ দরিদ্র ও অসহায় শিল্পী বেগমকে উপকারভোগী হিসেবে তালিকাভুক্ত করে দেশি জাতের একটি মা ছাগল প্রদান করে।

শিল্পী বেগম ছাগলটি যত্নসহকারে লালনপালন করতে থাকেন। এক বছরের মধ্যে ছাগল থেকে প্রথমে ২টি দ্বিতীয় বারে ৩টি বাচ্চা হয়। প্রথম যে ২টি মা বাচ্চা হয় তার ১টি থেকে ১টি, অন্যটি থেকে ২টি বাচ্চা পায়। এভাবে মোট ২৭টি বাচ্চা হয়। ছাগল বড় করে বিক্রি করে সংসারে খরচ করেন এবং কিছু টাকা দিয়ে দেশি জাতের মুরগি ক্রয় করেন। পরবর্তীতে তিনটি মা ছাগল থেকে প্রতি বছর ৬-৭টি বাচ্চা হয়। প্রতি বছর কোরবানীর সময় ছাগল বিক্রি করেন। ছাগল বিক্রি করে ৫০ হাজার টাকা দিয়ে ১টি ষাড় গরু ক্রয় করেন এবং ৮০ হাজার টাকা দিয়ে ২ চালা পুরোনো ঘর টিনের বেড়া ও ছাউনি দিয়ে নতুনভাবে ৪ চালা ঘর তৈরি করেন। এ দিকে মুরগি হতেও মাংস ও ডিম পেয়ে থাকেন। ছাগল, গরু ও মুরগি পালন করে শিল্পী বেগমের স্বামী অন্যের জমি বর্গা নিয়ে আবাদ করা শুরু করেন। শিল্পী বেগমের সংসারে এখন সুখের বাতাস বইছে।

বিএনএফ হতে মুদি দোকানের মালামাল পেয়ে অভাব ঘুচেছে গাইবান্ধার ফরিদুল ইসলামের



বিএনএফ হতে মুদি দোকানের মালামাল পেয়ে ব্যবসা করছেন
ফরিদুল ইসলাম

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় হতদরিদ্রদের উন্নয়নে সহযোগী সংস্থা ‘দারিদ্র নারী উন্নয়ন সংস্থা (অয়াদা)’কে ৩ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অনুদানে দারিদ্র নারী উন্নয়ন সংস্থা ৮ জন মুদি দোকানীর প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকার মালামাল, ৩ জন মুদি দোকানীর প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা ব্যয়ে ক্যাশ টেবিল ও দোকানের র‍্যাক তৈরি করে দেওয়া, ফুচকা, চটপটি, ঝালমুড়ি বিক্রির উপযোগী ২ জনের প্রত্যেককে ২২,৫০০/- টাকার মূল্যের ২টি ভ্যান

এবং ৩ জন চা বিক্রেতার প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা মূল্যের সিলিভারসহ গ্যাসের চুলা, চা, চিনি ও বিস্কুট প্রদান করে।

গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার পাহাড়া গ্রামের বাসিন্দা মো. ফরিদুল ইসলাম। স্ত্রী ও তিন কন্যা সন্তান নিয়ে খুবই কষ্টে জীবনযাপন করছিলেন ফরিদুল ইসলাম। দিনমজুর হওয়ায় সামান্য আয় দিয়ে চলতে হয় তাঁকে। আর্থিক অনটনের কারণে সন্তানদের লেখাপড়া করাতে পারেননি। দিনমজুরের আয়ে না চলায় ফরিদুল ইসলাম ছোট একটি মুদির দোকান দেন। আর্থিক সংকটের কারণে দোকানে অল্প পরিমাণ মালামাল তোলেন। দোকানে মালামাল কম থাকায় খুবই সামান্য বেচাকেনা হতো। তিনি যে উদ্দেশ্যে মুদির দোকান দিয়েছিলেন তাঁর আকাঙ্ক্ষামতো আয় না হওয়ায় পরিবারের অভাব কাটে না।

অয়াদা বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অনুদানে ২০২২ সালের জুন মাসে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। মুদি দোকানী মো. ফরিদুল ইসলামকে ১০ হাজার টাকা মূল্যের চিনি, মশুর ডাল, এংকর ডাল, হুইল পাউডার, সাবান ও বিভিন্ন ধরনের বিস্কুট প্রদান করে। বিএনএফ এর অনুদানে ১০ হাজার টাকার মালামাল পাওয়ায় দোকানে বিক্রির পরিমাণ বেড়ে যায়। এতে তাঁর আয়ও বেড়ে যায়। আয় বেড়ে যাওয়ায় তিনি পরিবার চালিয়ে দোকানে মালামাল আরও বাড়াতে থাকেন। আগের তুলনায় অনেক সচ্ছলতা এসেছে তাঁর পরিবারে। মো. ফরিদুল ইসলাম দরিদ্রতাকে জয় করে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করেছেন এবং তাঁর জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে।

বিএনএফ হতে ভ্যান পেয়ে আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে মেহেরপুরের ইয়াজ উদ্দিনের



বিএনএফ হতে ভ্যান পেয়ে যাত্রী বহন করছেন মেহেরপুরের ইয়াজ উদ্দিন

বাংলাদেশের একেবারে পশ্চিমে ভারতের গা ঘেঁষা সীমান্তবর্তী একটি ছোট গ্রামের নাম মাঝপাড়া। মেহেরপুর জেলাধীন ঐতিহাসিক মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের অন্তর্গত এ গ্রামের মৃত মেহের আলীর ছেলে মো. ইয়াজ উদ্দিন মূলত একজন দরিদ্র ভ্যান চালক। স্ত্রী, দুই ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে কোন রকমে চলছিল তাঁর

অভাবের সংসার। তাঁর পুরাতন ভ্যানটি মাঝে-মধ্যেই অচল হয়ে পড়লে ধারদেনা করে মেরামত করাতেন। এভাবে চলতে চলতে ক্রমেই তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ায় এবং অভাবের তাড়নায় ভ্যানটি বিক্রি করে দেন। প্রায় ১ বছর সুযোগমত যে কাজ পেতেন সে কাজ করে চলতেন। এভাবে কী আর চলে! ছেলে মেয়েরাও লেখাপড়া করে নাই। ইতোমধ্যে দুই ছেলেই বিয়ে করে পৃথক পৃথকভাবে সংসার পেতেছেন। ছেলেরা গরিব পিতা মাতাকে তেমন সহযোগিতা করতে পারেন না। তার স্ত্রী বাড়িতে হাঁস-মুরগি পালন করতেন। হাঁস-মুরগির ডিম ও বাচ্চা বিক্রি করে এবং ইয়াজ উদ্দিন সুযোগমত কাজ করে যা আয় করেন তা দিয়ে চলতে হয়। তাঁদের একমাত্র তালাকপ্রাপ্ত মেয়ে এক কন্যাসহ বাপের বাড়িতে থাকে।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অনুদানে সহযোগী সংস্থা ‘পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি’ গ্রাম দারিদ্র্যমুক্তকরণ কর্মসূচির আওতায় ইয়াজ উদ্দিনকে ২০২০ সালের মে মাসে বিনামূল্যে একটি পায়ে চালিত ভ্যান প্রদান করে। ইয়াজ উদ্দিন দৈনিক নতুন ভ্যান চালিয়ে আয় করতে থাকেন। তাঁর স্ত্রী হাঁস-মুরগি পালন থেকে কিছু আয় হওয়ায় দুইজনের আয়ে ভালোই চলছেন। তিনি ভ্যান চালিয়ে প্রত্যেকদিন কিছু টাকা মাটির ব্যাংকে জমা করেন।

তাঁর ভ্যানটি ক্রমেই পুরাতন হয়ে যাওয়ায় অনেক যত্নসহকারে চালালেও ভ্যানের পিছনে টাকা ব্যয় করতে হচ্ছিল। তাছাড়া ব্যাটারি চালিত পাখি ভ্যান চালাতে পারলে আরও বেশি টাকা আয় হবে ভেবে তিনি একটি পাখি ভ্যান ক্রয় করেন। নিয়মিতভাবে পাখি ভ্যান চালিয়ে বর্তমানে ইয়াজ উদ্দিন আগের চেয়ে বেশি আয় করে থাকেন। তিনি ভ্যান চালিয়ে জমানো টাকা দিয়ে একটি গাভি ক্রয় করেন।

বিএনএফ এর একটি রিকশা ফেনীর জীবন চন্দ্র দাসের জীবিকার অবলম্বন

সমাজের নিম্ন আয়ের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অনুদানে ‘গ্রামীণ প্রগতি সংস্থা (জিপিএস)’ ২০১৯ সালে নিম্ন আয়ের তথা হতদরিদ্রদের মাঝে ৩৮ জনকে বিনামূল্যে ছাগল ও ৭ জনকে রিকশা প্রদান করে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন গ্রামীণ প্রগতি সংস্থাকে ২.৫০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে।

ফেনী জেলার ফুলগাজী উপজেলার উত্তর শ্রীপুর গ্রামের মৃত মনোরঞ্জন দাসের সন্তান জীবন চন্দ্র দাস। দুই কন্যা সন্তান ও স্ত্রী নিয়ে তাঁর সংসার। জীবিকার একমাত্র উৎস ছিল মাছ ধরা। মাছ ধরার উপকরণ না থাকায় তিনি মাছ ধরার কাজে শ্রম দিতেন। মাছ ধরার কাজে মজুরি হিসেবে যা পেতেন তা দিয়ে চলতেন কোন রকম। তাছাড়া মাছ ধরার জন্য তিনি প্রতিদিন কাজ পেতেন না। প্রতিদিন কাজ না পাওয়ায় মাঝে মধ্যে অর্ধাহারে-অনাহারে থাকতে হতো তাঁদের। কেবল জীবন চন্দ্র দাসের ক্ষেত্রে এমন ঘটনা ঘটতো তা না। এমন অনেকে আছে তাঁদের জীবন চন্দ্র দাসের মতো চলতে হতো।



বিএনএফ হতে পাওয়া রিকশা চালাচ্ছেন জীবন চন্দ্র দাস

গ্রামীণ প্রগতি সংস্থা বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর ২.৫০ লক্ষ টাকা অনুদানে ফুলগাজী উপজেলার হতদরিদ্রদের উন্নয়নে আয়বর্ধন কর্মসূচি হিসেবে ছাগল ও রিকশা প্রদান করে। ফুলগাজী উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহের চেয়ারম্যানবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে জীবন চন্দ্র দাসসহ ৭ জন দরিদ্র ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ৭টি প্যাডেল চালিত নতুন রিকশা এবং ৩৮ জনকে ছাগল প্রদান করে।

জীবন চন্দ্র দাস রিকশা পাওয়া সাত উপকারভোগীর একজন। বিএনএফ হতে রিকশা পেয়ে মাছ ধরার কাজ ছেড়ে জীবন চন্দ্র দাস রিকশা চালানো শুরু করেন। বিনামূল্যে নতুন রিকশা পেয়ে জীবন চন্দ্র দাসের জীবনে আসে নতুন উদ্দীপনা ও কর্মস্পৃহা। রিকশা চালিয়ে প্রতিদিন গড়ে ৪০০-৫০০ টাকা আয় হয়ে থাকে। উপার্জিত অর্থে পরিবারের ও সন্তানদের লেখাপড়ায় খরচ নির্বাহ করতে পারছেন। এক মেয়ে কলেজে প্রথম বর্ষে এবং আরেক মেয়ে নবম শ্রেণিতে লেখাপড়া করছে। বিএনএফ হতে বিনামূল্যে রিকশা না পেলে মেয়ে দুটির লেখাপড়া করানো সম্ভব হতো না বলে জানান জীবন চন্দ্র দাস।

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪ মাসে বিতরণকৃত অনুদান

নিয়মিত অনুদান

	কার্যক্রমের নাম	সহযোগী সংস্থার সংখ্যা	উপকরণের সংখ্যা	অনুদানের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	উপকারভোগীর সংখ্যা	
					প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
১	ছাগল প্রদান	২২	৬৯৬	৬৬.৭৫	৩৪৮	১,৬৫৮
২	গাভি প্রদান	২০	১১৮	৬৪.০০	১১৮	৫৮২
৩	ভেড়া প্রদান	৩	১১৮	১০.০০	৫৯	১৯০
৪	সেলাই প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন বিতরণ	১৩	২৫০	৩৯.২৫	২৫০	১,৪১৩
৫	পায়ে চালিত ভ্যান বিতরণ	৪	৪৪	১৩.৭৫	৪৪	২৩৬
৬	শিক্ষার্থীদের মাঝে বাইসাইকেল বিতরণ	৪	৯০	১১.২৫	৯০	৩৬০
৭	শিক্ষাবৃত্তি প্রদান	৩	১১১	১০.৫০	১১১	৪৪৬
৮	কম্পিউটার ও ফিল্যাসিং প্রশিক্ষণ	৩	১২০	৯.৭৫	১২০	২৮০
৯	চক্ষুসেবা	২	৪২৫	৭.০০	৪২৫	১,৩০০
১০	হস্ত/তাঁত শিল্পের প্রশিক্ষণ ও উপকরণ বিতরণ	২	৩০	৫.৭৫	৩০	১১০
১১	অন্যান্য (মৌ চাষ, ভার্মি কম্পোস্ট সার উৎপাদন, নলকূপ স্থাপন, বন্ধু চুলা স্থাপন ও খাঁচায় মুরগি পালন)	৬	২৬৫	১৭.৭৫	১৮৫	৮২১
মোট		৮২	২,২৬৭	২৫৫.৭৫	১,৭৮০	৭,৩৯৬

বিশেষ অনুদান

	কার্যক্রমের নাম	সহযোগী সংস্থার সংখ্যা	উপকরণের সংখ্যা	অনুদানের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	উপকারভোগীর সংখ্যা	
					প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
১	ছাগল প্রদান	১২	৩৩৮	২৮	১৬৯	৮৭৮
২	গাভি প্রদান	১৭	৯৩	৪০	৯৩	৪৩৪
৩	স্বাস্থ্যসম্মত সেমিপাকা ল্যাট্রিন নির্মাণ	২৮	২১৬	৬৪	২১৩	১,০৪৪
৪	গভীর নলকূপ স্থাপন	৬	৩৯	১৪	৯১	৩৮৪
৫	পায়ে চালিত ভ্যান বিতরণ	১	৯	২	৯	৫২
মোট		৬৪	৬৯৫	১০০.৪৮	৫৭৫	২,৭৯২

প্রণোদনা প্যাকেজ (সিএমএসএমই) ঋণ

	বিএনএফ হতে ঋণ গ্রহীতা সহযোগী সংস্থা	ঋণের পরিমাণ (টাকা)	গ্রাহক সংখ্যা
১	ইডা (ইনভায়রনমেন্ট এন্ড এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন), সাতক্ষীরা	২৫.০০ লক্ষ	২৬
২	নজীর (নতুন জীবন রচি), লালমনিরহাট	৫০.০০ লক্ষ	৩৭
৩	প্রত্যয় উন্নয়ন সংস্থা, কুমিল্লা	২৫.০০ লক্ষ	২১
৪	রিকো, বিনাইদহ	৪০.০০ লক্ষ	৪০
৫	রেসকিউ, রংপুর	৪০.০০ লক্ষ	৩৫
৬	মৌসুমী, নওগাঁ	১.০০ কোটি	১৪৬
৭	সমাধান, যশোর	১.১০ কোটি	৫৮
৮	গণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা, মাদারীপুর	১.০০ কোটি	৫২
৯	ভিপিকেএ ফাউন্ডেশন, রাজবাড়ী	৩৫.০০ লক্ষ	৩৫
১০	সুশীলন, সাতক্ষীরা	৮৫.০০ লক্ষ	৭০
১১	কেপিইউএস (কুষ্টিয়া পল্লী উন্নয়ন সংস্থা), কুষ্টিয়া	৩৫.০০ লক্ষ	৩০
১২	সমন্বিত উন্নয়ন সেবা সংগঠন (সাস), টাঙ্গাইল	৪০.০০ লক্ষ	৩৮
মোট		৬ কোটি ৮৫ লক্ষ	৫৮৮

অনুদান প্রদান ও পর্যালোচনা সভা



সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দের হাতে অনুদানের চেক প্রদান করছেন জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে অনুদান পাওয়ার যোগ্য সহযোগী সংস্থাসমূহকে অনুদান প্রদান ও পর্যালোচনা সভা আয়োজনের মাধ্যমে অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সভায় সভাপতিত্ব করে থাকেন এবং বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর চেয়ারম্যান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন। এ সভায় প্রতিনিধিবৃন্দকে কাজের অভিজ্ঞতা, সমস্যা এবং বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনকে আরও কীভাবে গতিশীল ও পরিচিত করা যায় সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।



অনুদান প্রদান ও পর্যালোচনা সভায় অভিজ্ঞতা ও মতামত প্রদান করছেন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি।

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪ মাসে ৪টি সভার মাধ্যমে ১৪৬টি সহযোগী সংস্থার মধ্যে বিশেষ কর্মসূচিসহ ৪ কোটি ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। এর মধ্যে ৮২টি সংস্থার মধ্যে ২ কোটি ৫৫ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা নিয়মিত অনুদান এবং ৬৪টি সংস্থার মধ্যে ১ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ)

বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি ভবন (৫ম তলা)

৫৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২

ফোন : ০২-২২২২৮০২৩০ (হান্টিং), ২২২২৮৩১৩৯, ২২২২৮৮১১৬

ফ্যাক্স : ০২-২২২২৩৭১৪৯

Web : www.bnf.gov.bd, E-mail : info@bnf.gov.bd

www.facebook.com/bangladeshnngoofoundation

সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দ সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করে থাকেন। অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪ সময়কালে নিয়মিত অনুদানে বাস্তবায়িত ৪৮টি সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম এবং বিশেষ অনুদানে বাস্তবায়িত ৪৬টি সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম পরিবীক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এ ৯৪টি সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম মূল্যায়ন মান নিম্নরূপ :

মূল্যায়ন মান	পরিবীক্ষণকৃত সহযোগী সংস্থার সংখ্যা
অতি উত্তম	৭
উত্তম	৩
প্রক্রিয়াধীন	৮৩
স্থগিত	১
মোট	৯৪

তথ্য কণিকা

- * বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান
- * বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন জয়েন্ট স্টক কোম্পানিঞ্জ এন্ড ফার্মস কর্তৃক ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিবন্ধিত হয়।
- * কর্মসূচি বাস্তবায়ন : সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে
- * কর্ম এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ
- * সহযোগী সংস্থার সংখ্যা : ১,১২০টি
- * নিয়মিত ও বিশেষ কর্মসূচিতে বরাদ্দকৃত অনুদান : ১৯৯.৪৯ কোটি টাকা
- * নিয়মিত ও বিশেষ কর্মসূচিতে মোট উপকারভোগী : ১ কোটি ৩৯ হাজার (মহিলা ৬২.৪১ লক্ষ এবং পুরুষ ৩৭.৯৮ লক্ষ)
- * পল্লী এলাকায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে এ যাবৎ সিএমএসএমই খাতে ২৮টি সহযোগী সংস্থার অনুকূলে ৮১.৭০ কোটি টাকা প্রণোদনার ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- * সাধারণ পরিষদের সদস্য : ৩৪
- * পরিচালনা পরিষদের সদস্য : ১১
- * অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভা : ১৯টি
- * অনুষ্ঠিত পরিচালনা পরিষদ সভা : ১৭৮টি এবং ৫টি বিশেষ সভা
- * পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা : ২৮ জন

বুক পোস্ট